সন্ধি

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* সন্ধির একটি সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
* সন্ধির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি ব্যাখ্যা তৈরি করতে পারবেন।

সন্ধি শব্দের অর্থ মিলন। আমরা যখন কথা বলি তখন অনেক সময় পাশাপাশি শব্দের দুটি ধ্বনি অনেক সময় মিলিত হয়ে যায় বা আংশিকভাবে মিলিত হয়। এই মিলনের নামই সন্ধি। যেমন- বিদ্যা+আলয়=বিদ্যালয় বা হিম+আলয় = হিমালয়। প্রথম শব্দটিতে বিদ্যা শব্দের আ ও আলয় শব্দের আ পরস্পর যুক্ত হয়ে একটি আ এ পরিণত হয়েছে ও বিদ্যালয় শব্দটি গঠন করেছে। পরের শব্দটিতে হিম এর অ ও আলয় এর আ যুক্ত হয়ে আর ধ্বনি সৃষ্টি করেছে ও হিমালয় শব্দটি গঠন করেছে।

এখন আমরা বলতে পারি-

পাশাপাশি দুটি শব্দের ধ্বনির মিলনকে সন্ধি বলে।

সন্ধির উদ্দেশ্য দুটি। ক. শব্দের উচ্চারণকে সহজ করা ও খ. শ্রুতিমধুর করা।
যেখানে সন্ধির ফলে ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টি হয় না সেখানে সন্ধি করা বিধেয় নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. সন্ধির সংজ্ঞা লিখুন।

উত্তর ----------

২. সন্ধির প্রয়োজনীয়তা কি?

উত্তর ----------

৩. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

ক. সন্ধি শব্দের অর্থ কি?

ক. চুক্তি　　খ. ঐক্য
গ. সম্মিলন　　ঘ. মিলন

খ. সন্ধির উদ্দেশ্য কি?

ক. উচ্চারণ দীর্ঘ করা　　খ. উচ্চারণ সহজ করা
গ. উচ্চারণ সহজ ও শ্রুতি মধুর করা　　ঘ. মাধুর্য সৃষ্টি করা

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

ক. ৪　খ. ৩

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* বাংলা সন্ধি কত প্রকার ও কি কি বর্ণনা করতে পারবেন।
* বাংলা সন্ধির উদাহরণ দিতে পারবেন।

বাংলা শব্দের সন্ধি

বাংলা শব্দের সন্ধি দুরকমের : স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জন সন্ধি

স্বরসন্ধি

স্বরধ্বনির সাথে স্বরধ্বনি মিলিত হয়ে যে সন্ধি হয় তাকে স্বরসন্ধি বলে। যেমন- শতেক

শত+এক = শতেক

অ+এ = এ

এখানে অ লোপ পেয়েছে।

স্বরসন্ধি = স্বরধ্বনি + স্বরধ্বনি

স্বরধ্বনি লোপের কিছু উদাহরণ ঃ

ক. অ+এ = (অ লুপ্ত., শত+এক = শতেক, বার+এক = বারেক, কত+এক = কতেক।
অ+এ = অ (এ লুপ্ত), ভাল+এর = ভালর, বড়+এর = বড়র।

খ. আ+আ = আ (একটি আ লুপ্ত), শাঁখা+আরি = শাঁখারি, রূপা+আলি = রূপালি, সোনা+আলি = সোনালি।

গ. আ+উক= উ (আ লুপ্ত), মিথ্যা+উক = মিথ্যুক, হিংসা+উক = হিংসুক, নিন্দা+উক = নিন্দুক।

ব্যঞ্জন সন্ধি

স্বর ও ব্যঞ্জন অথবা ব্যঞ্জন অথবা স্বর মিলিত হয়ে যে সন্ধি হয় তাকে ব্যঞ্জন সন্ধি বলে।

১. প্রথম ধ্বনি অঘোষএবং পরের ধ্বনি ঘোষ হলে, দুয়ে মিলে ঘোষ ধ্বনির দ্বিত্ব হয়।
যেমন- তত + দিন = তদ্দিন ইত্যাদি।

২. র ধ্বনির পরে অন্য ব্যঞ্জন ধ্বনি থাকলে র্ লুপ্ত হয়ে পরবর্তী ধ্বনির দ্বিত্ব হয়।
যেমন- চার + দিন = চাদ্দিন, চার + শ = চাশ্‌শ, চার + টি = চাট্টি ইত্যাদি।

৩. চ বর্গীয় ধ্বনির আগে যদি ত বর্গীয় ধ্বনি থাকে তাহলে ত বর্গীয় ধ্বনি লোপ হয় এবং চ বর্গীয় ধ্বনির দ্বিত্ব হয়।
যেমন- নাত + জামাই =নাজ্জামাই, বদ + জাত = বজ্জাত ইত্যাদি।

৪. ত্ এর পর 'স' থাকলে উভয়ে মিলে চ্ছ হয়।
যেমন- উৎ + সন্ন = উচ্ছন্ন, বৎ + সর = বচ্ছর, কুৎ + সিত = কুচ্ছিত ইত্যাদি।

৫। চ ও ত এর পরে 'শ' থাকলে চ ও ত এর স্থলে শ হয়।

যেমন- পাঁচ + শ = পাঁশশ, সাত + শ = সাশশ ইত্যাদি।

৬। হসন্ত ধ্বনির সাথে স্বরধ্বনি যুক্ত হলে স্বরের লোপ হয় না।

যেমন- বোন +আই = বোনাই, চুন + আরি = চুনারি, তিল + এক = তিলেক, বার + এক = বারেক, ঘাট + এর = ঘাটের ইত্যাদি।

৭। প্রথমে স্বরধ্বনি পরে ব্যঞ্জন ধ্বনি থাকলে সন্ধির সময় স্বরধ্বনিটির লোপ হয়।

যেমন- কাঁচা + কলা = কাঁচকলা, ঘোড়া + দৌড় = ঘোড়দৌড়, নাতি + বৌ = নাতবৌ ইত্যাদি।

খাঁটি বাংলা শব্দে বিসর্গের ব্যবহার না থাকায় খাঁটি বাংলায় বিসর্গ সন্ধি নেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। বাংলা শব্দের সন্ধি কত প্রকার?

ক. এক প্রকার
খ. দুই প্রকার
গ. চার প্রকার
ঘ. বহু প্রকার

২। স্বরধ্বনি সংগে স্বরধ্বনি মিলিত হলে তাকে কি সন্ধি বলে?

ক. স্বরধ্বনি সন্ধি
খ. স্বরসন্ধি
গ. ব্যঞ্জন সন্ধি
ঘ. মিশ্রসন্ধি

৩। আ এর পর আ থাকলে উভয়ে মিলে কি হয়?

ক. অ
খ. ও
গ. আ
ঘ. ই

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১। খ ২। খ ৩। গ

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* তৎসম সন্ধি কত প্রকার বলতে পারবেন।
* তৎসম স্বরসন্ধির নিয়মগুলো উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সংস্কৃত শব্দের সন্ধি

বাংলা ভাষায় বহু সংস্কৃত শব্দ অবিকৃতভাবে ব্যবহার করা হয়। এসব শব্দের সন্ধি সংস্কৃত ভাষার নিয়মেই হয়ে থাকে।

সংস্কৃত সন্ধি তিন প্রকার

যথা- স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জন সন্ধি ও বিসর্গ সন্ধি।

স্বরসন্ধি

স্বরধ্বনির সংগে স্বরধ্বনির মিলনের নাম স্বর সন্ধি।

১. অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ-কার কিংবা আ-কার থাকলে উভয়ে মিলে আকার হয়। আ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন-

অ + অ = আ

নর + অধম = নরাধম, হিম + অচল = হিমাচল, হিত + অহিত = হিতাহিত, প্রাণ + অধিক = প্রাণাধিক ইত্যাদি।

অ + আ = আ

হিম + আল = হিমালয়, দেব + আলয় = দেবালয়, সিংহ + আসন = সিংহাসন ইত্যাদি।

আ + অ = আ

যথা + অর্থ = যথার্থ, আশা + অতীত = আশাতীত, মহা + অর্ঘ = মহার্ঘ ইত্যাদি।

আ + আ = আ

বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়, কারা + আগার = কারাগার, মহা + আশয় = মহাশয় ইত্যাদি।

২. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে এ-কার হয়। এ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন -

অ + ই = এ

শুভ + ইচ্ছা = শুভেচ্ছা, স্ব + ইচ্ছা = স্বেচ্ছা

আ + ই = এ

যথা + ইচ্ছা= যথেচ্ছা

অ +ঈ = এ

পরম + ঈশ = পরমেশ

আ + ঈ = এ

মহা + ঈশ = মহেশ

৩. অ-কার কিংবা আ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ও-কার হয়। ও-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত হয়।

অ + উ = ও

সূর্য + উদয় = সূর্যোদয়, নীল + উৎপল = নীলোৎপল

আ + উ = ও

যথা + উচিত = যথোচিত, মহা + উৎসব = মহোৎসব

অ + ঊ = ও

গৃহ + ঊর্ধ্ব = গৃহোর্ধ্ব, গঙ্গা + ঊর্মি = গঙ্গোর্মি

৪. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ঋ-কার থাকলে উভয়ে মিলে অর্ হয় এবং অর্ রেফ (´) রূপে পরবর্তী বর্ণে যুক্ত হয়।

অ + ঋ = অর্

সপ্ত = ঋষি = সপ্তর্ষি

আ + ঋ = অর

মহা + ঋষি = মহর্ষি

৫. অ-কার কিংবা আ-কারের পরঋ-কার থাকলে উভয়ে মিলে আর হয় এবং আর রেফ (´) রূপে পরবর্তী বর্ণে যুক্ত হয়।

অ + ঋ = আর

শীত + ঋত = শীতার্ত, ভয় + ঋত = ভয়ার্ত

আ + ঋ = আর

তৃষ্ণা +ঋত = তৃষ্ণার্ত, ক্ষুধা + ঋত = ক্ষুধার্ত

৬. অ-কর কিংবা আ-কারের পর এ-কার কিংবা ঐ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঐ-কার হয়।

অ + এ = ঐ

জন + এক = জনৈক

অ + ঐ = ঐ

মত+ ঐক্য = মতৈক্য

আ + ঐ = ঐ

মহা + ঐশ্বর্য = মহৈশ্বর্য

৭. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ও-কার কিংবা ঔ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঔ-কার হয়। ঔ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে যুক্ত হয়।

অ + ও = ঔ

বন + ওষধি=বনৌষধি

আ + ও = ঔ

মহা + ওষধি = মহৌষদি

অ + ঔ = ঔ

পরম+ ঔষধ = পরমৌষধ

আ + ঔ = ঔ

মহা + ঔষধ = মহৌষধ

৮. ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে দীর্ঘ ঈ-কার হয়। দীর্ঘ ঈ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়।

ই + ই = ঈ

অতি + ইত = অতীত, অতি +ইব = অতীব

ই + ঈ = ঈ

পরি+ ঈক্ষা = পরীক্ষা

ঈ + ই = ঈ

সতী + ইন্দ্র = সতীন্দ্র

ঈ + ঈ = ঈ

সতী + ঈশ =সতীশ

৯. ই-কার কিংবা দীর্ঘ ঈ-কারের পর ই ও ঈ ছাড়া অন্য স্বর থাকলে ই বা ঈ-'য' হয়। য-ফলা পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়।

ঈ + অ = য্ + অ

অতি + অন্ত = অত্যন্ত, প্রতি + অহ = প্রত্যহ, অতি + অধিক = অত্যধিক

ই + আ = য্ + আ

ইতি+ আদি = ইত্যাদি

প্রতি + আশা = প্রত্যাশা

ই + উ = য্ + উ

অতি + উক্তি = অত্যুক্তি, প্রতি + উপকার = প্রত্যুপকার

ই + ঊ = য্ + ঊ

প্রতি + ঊষ = প্রত্যুষ

ই + এ = য্ + এ

প্রতি + এক = প্রত্যেক

১০. উ-কার কিংবা ঊ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঊ কার হয়। ঊ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত হয়।

উ + উ = ঊ

মরু + উদ্যান = মরূদ্যান

উ+ ঊ = ঊ

বহু + ঊর্ধ্ব = বহূর্ধ্ব

১১. উ-কার কিংবা ঊ-কারের পর উ-কার ও ঊ-কার ছাড়া অন্য স্বর থাকলে উ বা ঊ ব্ (ব-ফলা) হয়। লেখার সময় ব-ফলা পূর্ববর্তী বর্ণের সাথে যুক্ত হয়।

উ +অ = ব + অ

সু + অল্প = স্বল্প

উ + আ = ব+ আ

সু + আগত = স্বাগত

উ + ই = ব + ই

অনু + ইত = অন্বিত

উ + ঈ = ব + ঈ

তনু + ঈ = তন্বী

উ + এ = ব + এ

অনু +এষণ = অন্বেষণ

১২. ঋ কারের পর ঋ ছাড়া অন্য কোন স্বরবর্ণ থাকলে ঋ-কার স্থানে র-ফলা হয় এবং পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত হয়।

ঋ + আ =র

পিতৃ + আলয় = পিত্রালয়, মাতৃ + আদেশ = মাত্রাদেশ

১৩. শব্দের মধ্যে এ-কারের পর স্বরবর্ণ থাকলে এ-কারের স্থানে 'অয়' হয় এবং পরের স্বর তাতে যুক্ত হয়।

এ + অ = অয়

নে + অন = নয়ন, বে + অন = বয়ন

এ + অ = আয়

শে + আন = শয়ান

ঐ-কারের পর স্বরবর্ণ থাকলে ঐ-কারের স্থানে 'আয়' হয় এবং তাতে পরের স্বর যুক্ত হয়।

ঐ + অ = আয়

নৈ + অক = নায়ক, গৈ + অক = গায়ক

শব্দের মধ্যে ও-কারের পর স্বরবর্ণ থাকলে ও-কারের স্থানে 'অব' হয় এবং পরের স্বর তাতে যুক্ত হয়।

ও + অ = অব

ভো + অন = ভবন, পো + অন = পবন, লো + অন = লবণ

শব্দের মধ্যে ঔ-কারের পর স্বরবর্ণ থাকলে ঔ-কারের স্থানে 'আর' হয় এবং পরের স্বর তাতে যুক্ত হয়।

ঔ + অ = আব

পৌ + অক = পাবক, নৌ + ইক = নাবিক, ভৌ + উক = ভাবুক

১৪. যে সন্ধিগুলো কোন নিয়ম অনুসারে হয়নি সেগুলোকে নিপাতনে সিদ্ধ বলে।

যেমন-

কুল + অটা =কুলটা, প্র + উঢ় = প্রৌঢ়, মার্ত + অণ্ড = মার্তণ্ড, গো + অক্ষ = গবাক্ষ, অন্য + অন্য = অন্যান্য।

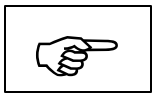

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১. তৎসম সন্ধি কত প্রকার?
ক. পাঁচ প্রকার খ. চার প্রকার
গ. তিন প্রকার ঘ. দুই প্রকার

২. ই-কারের সঙ্গে ই-কারের যুক্ত হলে হয়-
ক. ও-কার খ. ই-কার
গ. ঈ-কার ঘ. উ-কার

৩. শীতার্ত শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ করলে হয়-
ক. শিত + আর্ত খ. শীত + ঋত
গ. শীতা + আর্ত ঘ. শীতল + আর্ত

৪. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন :

ক. কথামৃত =	+	খ. মহাশয় =	+
গ. রাজর্ষি =	+	ঘ. ক্ষুধার্ত =	+
ঙ. জনৈক =	+	চ. মহৌষধ =	+
ছ. তন্বী =	+	জ. ভাবুক =	+

৫. সন্ধি করুন

ক. গো + এষণা =		খ. নৌ + ইক =	
গ. অনু + ইত =		ঘ. রবি + ইন্দ্র =	
ঙ. মহা + ঋষি =		চ. যথা + ইচ্ছা =	

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১. গ ২. গ ৩. খ

৪. ক. কথা + অমৃত খ. মহা + আশয় গ. রাজা + ঋষি
ঘ. ক্ষুধা + ঋত ঙ. জন + এক চ. মহা + ঔষধ
ছ. তনু + ঈ জ. ভাব + উক

৫. ক. গবেষণা খ. নাবিক গ.অন্বিত
গ. অন্বিত ঘ. রবীন্দ্র ঘ. মহর্ষি ঙ. যথেচ্ছা

পাঠ ৪

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* তৎসম ব্যঞ্জন সন্ধির নিয়মগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
* ব্যঞ্জন সন্ধির অন্তর্গত তৎসম শব্দগুলোর সন্ধিবিচ্ছেদ ও সন্ধি করতে পারবেন।

ব্যঞ্জন সন্ধি

ব্যঞ্জনে ও স্বরে, স্বরে ও ব্যঞ্জনে, অথবা ব্যঞ্জনে ও ব্যঞ্জনে যে সন্ধি হয় তাকে ব্যঞ্জন সন্ধি বলে।

১. ব্যঞ্জন ধ্বনি+স্বরধ্বনি

২. স্বরধ্বনি+ব্যঞ্জন ধ্বনি

৩. ব্যঞ্জন ধ্বনি+ব্যঞ্জন ধ্বনি

১. ব্যঞ্জন ধ্বনি + স্বরধ্বনি

পরে স্বরবর্ণ থাকলে পূর্বে অবস্থিত অঘোষ বর্ণ 'ক, চ, ট, ৎ, প' যথাক্রমে ঘোষবর্ণ 'গ, জ, ড(ড়), দ, ব' তে পরিণত হয়।

ক + অ = গ

দিক্ + অন্ত = দিগন্ত

চ + অ = জ

ণিচ + অন্ত = ণিজন্ত

ত্ + অ = দ

তৎ + অবধি = তদবধি; কৃৎ + অন্ত = কৃদন্ত

২. স্বরধ্বনি + ব্যঞ্জন ধ্বনি

স্বরধ্বনির পর অঘোষ মহাপ্রাণ তালব্য ব্যঞ্জন ধ্বনি (ছ) থাকলে উক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনিটি চ্ছ হয়।

অ + ছ = অচ্ছ

এক + ছত্র = একচ্ছত্র; মুখ + ছবি = মুখচ্ছবি

আ + ছ = আচ্ছ

কথা + ছলে = কথাচ্ছলে, আ + ছন্ন = আচ্ছন্ন

ই + ছ = ইচ্ছ

পরি + ছদ = পরিচ্ছদ; পরি + ছেদ = পরিচ্ছেদ

৩. ব্যঞ্জন ধ্বনি + ব্যঞ্জন ধ্বনি

অঘোষ অল্পপ্রাণ কিংবা ঘোষ অল্পপ্রাণ দন্ত্য ধ্বনি (ত ও দ)-এর পর অঘোষ অল্পপ্রাণ কিংবা অঘোষ মহাপ্রাণ তালব্য ধ্বনি (চ ও ছ) থাকলে, অঘোষ অল্পপ্রাণ ও ঘোষ অল্পপ্রাণ দন্ত্য ধ্বনি (ত ও দ) স্থানে অঘোষ অল্পপ্রাণ তালব্য ধ্বনি (চ) উচ্চারণ করা হয়।

ত্+ চ = চ্চ

সৎ + চিন্তা = সচ্চিন্তা; শরৎ + চন্দ্র = শরচ্চন্দ্র; সৎ + চরিত্র = সচ্চরিত্র

ত্ + ছ = চ্ছ

উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ; উৎ + ছিন্ন = উচ্ছিন্ন

দ্ + ছ = চ্ছ

বিপদ + ছায়া = বিপচ্ছায়া

অঘোষ অল্পপ্রাণ কিংবা ঘোষ মহাপ্রাণ দন্ত্য ধ্বনি (ত ও দ)-এর পর ঘোষ অল্পপ্রাণ ও ঘোষ মহাপ্রাণ তালব্য ধ্বনি (জ, ঝ) থাকলে অঘোষ অল্পপ্রাণ ও ঘোষ অল্পপ্রাণ দন্ত্য ধ্বনি (ত, দ) এর স্থানে ঘোষ অল্পপ্রাণ তালব্য ধ্বনি (জ) যুক্ত হয়।

ত্ + জ = জ্জ

সৎ + জন = সজ্জন; তৎ + জন্য = তজ্জন্য

দ্ + জ = জ্জ

বিপদ + জনক = বিপজ্জনক, বদ + জাত = বজ্জাব

ত + ঝ = জ্ঝ

কুৎ + ঝটিকা = কুজ্ঝাটিকা

অঘোষ অল্পপ্রাণ কিংবা ঘোষ অল্পপ্রাণ দন্ত্য ধ্বনি (ত, দ)-এর পর পশ্চাৎ দন্তমূলীয় অঘোষ শিশ ধ্বনি (শ) থাকলে অঘোষ অল্পপ্রাণ ও ঘোষ অল্পপ্রাণ দন্ত্য ধ্বনি (ত, দ) এর স্থানে অঘোষ অল্পপ্রাণ তালব্য ধ্বনি (চ) এবং পশ্চাৎ দন্তমূলীয় অঘোষ শিশ ধ্বনি (শ)-এর স্থানে অঘোষ মহাপ্রাণ তালব্য ধ্বনি (ছ) উচ্চারিত হয়।

ত্ + শ = চ্ + ছ = চ্ছ

উৎ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস; চলৎ + শক্তি = চলচ্ছক্তি; উৎ + শৃঙ্খল = উচ্ছৃঙ্খল

দ্ + শ = চ্ + ছ = চ্ছ

আপদ + শান্তি = আপচ্ছান্তি

অঘোষ অল্পপ্রাণ কিংবা ঘোষ অল্পপ্রাণ দন্ত্য ধ্বনি (ত, দ)-এর পর ঘোষ অল্পপ্রাণ মূর্ধন্য ব্যঞ্জন (ড়) থাকলে অঘোষ অল্পপ্রাণ কিংবা ঘোষ অল্পপ্রাণ দন্ত্য ধ্বনি (ত, দ) স্থানে ঘোষ অল্পপ্রাণ মূর্ধন্য ধ্বনি হয়।

ত্ + ড = ড্ড

উৎ + ডীন = উড্ডীন

অঘোষ অল্পপ্রাণ কিংবা ঘোষ অল্পপ্রাণ দন্ত্য ধ্বনি (ত, দ)-এর পর ঘোষ কণ্ঠ উষ্ম ধ্বনি (হ) থাকলে অঘোষ অল্পপ্রাণ ও ঘোষ অল্পপ্রাণ দন্ত্য ধ্বনি (ত, দ)-এর স্থানে ঘোষ অল্পপ্রাণ দন্ত্যধ্বনি (দ) এবং ঘোষ কণ্ঠ উষ্ম ধ্বনি (হ) এর স্থানে ঘোষ মহাপ্রাণ দন্ত্য ধ্বনি (ধ) হয়।

ত্ +হ = দ্ + ধ = দ্ধ

উৎ + হার = উদ্ধার; উৎ + হত = উদ্ধত

দ্ + হ = দ্ + ধ = দ্ধ

পদ + হতি = পদ্ধতি; তদ + হিত = তদ্ধিত

অঘোষ অল্পপ্রাণ কিংবা ঘোষ অল্পপ্রাণ দন্ত ধ্বনি (ত, দ)-এর পর ঘোষ পার্শ্বিক ধ্বনি (ল) থাকলে অঘোষ অল্পপ্রাণ এবং ঘোষ অল্পপ্রাণ দন্ত্য ধ্বনি (ত, দ)-এর স্থানে ঘোষ পার্শ্বিক ধ্বনি (ল) উচ্চারিত হয়।

ত্ + ল = ল্ল

উৎ + লাস = উল্লাস; উৎ + লেখ = উল্লেখ

ব্যঞ্জন ধ্বনিসমূহের যে কোন বর্গের অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনির পর যে কোন বর্গের ঘোষ অল্পপ্রাণ ও ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি কিংবা ঘোষ অল্পপ্রাণ তালব্য ধ্বনি (য>জ), ঘোষ অল্পপ্রাণ ওষ্ঠাধ্বনি (র) ঘোষ কম্পনজাত দন্ত্যমূলীয় ধ্বনি (র) কিংবা ঘোষ অল্পপ্রাণ ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন ধ্বনি (ব) থাকলে প্রথম অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি ঘোষ অল্পপ্রাণ উচ্চারিত হয়।

ক্ + দ্ = গ্ + দ

বাক্ + দান = বাগদান; দিক্ + বিজয় = দিগ্বিজয়

ট্ + য = ড্ + য

ষট + যন্ত্র = ষড়যন্ত্র

ত + ঘ = দ্ + ঘ

উৎ + ঘাটন = উদঘাট

ত্ + য = দ্ + য

উৎ + যোগ = উদ্যোগ

ত্ + ব = দ + ব

উৎ + বন্ধন = উদ্বন্ধন

ত্ + ব = দ + র

তৎ + রূপ = তদ্রূপ

বর্গীয় নাসিক্য ধ্বনি অর্থাৎ কণ্ঠ্য ,তালব্য, মূর্ধন্য, দন্ত্য ও ওষ্ঠ নাসিক্য ধ্বনি (ঙ, ঞ, ণ, ন, ম) পরে থাকলে পূর্ববর্তী অঘোষ অল্পপ্রাণ স্পর্শ ব্যঞ্জন ধ্বনি একই বর্গীয় ঘোষ স্পর্শ ধ্বনি কিংবা নাসিক্য ধ্বনি হয়।

ক্ + ন = গ/ঙ + ন

দিক্ + নির্ণয় = দিগনির্ণয় বা দিঙনির্ণয়

ত্ + ম = দ/ন + য

তৎ + মধ্যে = তদমধ্যে বা তন্মধ্যে

বর্গীয় ওষ্ঠ্য নাসিক্য ধ্বনি (ম)-এর পর যে কোন বর্গীয় ধ্বনি থাকলে, ওষ্ঠ্য নাসিক্য ম ধ্বনিটি একই বর্গের নাসিক্য ধ্বনি হয়।

ম + ক = ঙ + ক

শম + কা = শঙ্কা

ম + চ = ঞ + চ

সম + চয় = সঞ্চয়

ন্ + ত = ন + ত

সম + তাপ = সন্তাপ

আধুনিক বাংলায় ওষ্ঠ্য নাসিক্য ধ্বনি (ম) স্থানে প্রায়ই ওষ্ঠ্য নাসিক্য ঙ না হয়ে অনুস্বার (ং) হয়।

সম + গত = সংগত, অহম + কার = অহংকার, সম + ঘ = সংঘ, সম + খ্যা = সংখ্যা, সম + গতি = সংগীত, সম + ঘাত = সংঘাত।

বর্গীয় ওষ্ঠ্য নাসিক্য ধ্বনি (ম)-এর পর অন্তঃস্থ ধ্বনি (য, র, ল, ব) কিংবা উষ্ম ধ্বনি (শ, ষ, স, হ) থাকলে ওষ্ঠ্য নাসিক্যধ্বনি (ম) স্থানে অনুস্বার (ং) হয়।

সম + যম = সংযম, সম + রক্ষণ = সংরক্ষণ, সম + লাপ = সংলাপ, সম + শয় = সংশয়, সম + সার = সংসার, সম + যোগ = সংযোগ, সম + বাদ = সংবাদ, সম্ + হার = সংহার, বারম + বার = বারংবার, কিম + বা = কিংবা, সম +বরন = সংবরণ।

অঘোষ অল্পপ্রাণ ও ঘোষ অল্পপ্রাণ তালব্য ধ্বনি (চ, জ)-এর পরে নাসিক্য ধ্বনি তালব্য হয়।

চ + ন = চ + ঞ

যাচ্ + না = যাঞ্চা

জ + ন = জ + ঞ

যজ + ন = যজ্ঞ; রাজ + নী = রাজ্ঞী

ঘোষ অল্পপ্রাণ ও ঘোষ মহাপ্রাণ দন্ত্য ধ্বনি (দ, ধ)-এর পরে অঘোষ অল্পপ্রাণ ও অঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি (ক, চ, ট, ত, প, খ, ছ, ঠ, থ, ফ) থাকলে ঘোষ অল্পপ্রাণ ও ঘোষ মহাপ্রাণ দন্ত্য ধ্বনি (দ, ধ)-এর স্থানে অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি হয়।

দ + ত = ত + ত

তদ্ + কাল= তৎকাল

ঘোষ অল্পপ্রাণ ও ঘোষ মহাপ্রাণ দন্ত্য ধ্বনি (দ, ধ)-এর পরে অঘোষ দন্ত্য শিশ ধ্বনি (স) থাকলে অল্পপ্রাণ ও ঘোষ মহাপ্রাণ দন্ত্য ধ্বনির (দ্, ধ) স্থানে অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি উচ্চারিত হয়।

বিপদ + সংকুল = বিপৎসংকুল; তদ + সম = তৎসম

মূর্ধন্য শিশ ধ্বনি (ষ) এর পরে অঘোষ অল্পপ্রাণ ও অঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি (ত, থ) থাকলে, সেখানে যথাক্রমে ট ও ঠ হয়।

কৃষ + তি = কৃষ্টি, ষষ + থ = ষষ্ঠ

বিশেষ নিয়মে সাধিত কিছু সন্ধির উদাহরণ

উৎ+ স্থান = উত্থান, সম + কৃত = সংস্কৃত, সম + কার = সংস্কার, পরি + কার = পরিষ্কার

নিপাতনে সিদ্ধ কিছু সন্ধির উদাহরণ

আ + চর্য = আশ্চর্য, বন + পতি = বনস্পতি, তৎ + কর = তস্কর, মনস + ইষা = মনীষা, দিব + লোক = দ্যুলোক,

গো + পদ = গোষ্পদ, বৃহ+ পতি = বৃহস্পতি, পর + পর = পরস্পর, ষট + দশ = ষোড়শ, এক + দশ = একাদশ।

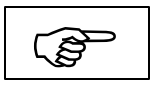

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৪

১. সন্ধি করুন ঃ

ক) বাক + ঈশ		খ) বাক্ + আড়ম্বর	
গ. সৎ + উপায়		ঘ. উৎ +হত	
ঙ. তরু + ছায়া		চ. পদ্ + হতি	
ছ. সৎ + জন		জ. উৎ + লাস	

২. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন

ক. উদ্যোগ=	+	খ.দিগ্বিজয় =	+
গ. সঞ্চয় =	+	ঘ. শঙ্কা	+
ঙ. সংবাদ =	+	চ. কিংবা =	+
ছ. সম্রাট =	+	জ. রাজ্ঞী =	+
ঝ. তৎপর =	+	ঞ. সংস্কার =	+
ট. আশ্চর্য =	+	ঠ. ষোড়শ =	+

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১. ক. বাগীশ খ. বাগাড়ম্বর, গ. সদুপা ঘ. উদ্ধত
ঙ. তরুচ্ছায়া চ. পদ্ধতি ছ. সজ্জন জ. উল্লাস

২. ক. উৎ + যোগ খ. দিক্ + বিজয় গ. সম + চয় ঘ. শম্ + কা ঙ. সম্ + বাদ
চ. কিম + বা ছ. সম + রাট জ. রাজ + নী ঝ. তদ + পর ঞ. সম + কার
ট. আ + চর্য ঠ. ষট + দশ

পাঠ ৫

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* তৎসম বিসর্গ সন্ধির নিয়মগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
* বিসর্গ সন্ধির অন্তর্গত তৎসম শব্দগুলোর সন্ধিবিচ্ছেদ ও সন্ধি করতে পারবেন।

বিসর্গ সন্ধি

পদের শেষ র্ ও স্ অনেক সময় অঘোষ উষ্ম ধ্বনি অর্থাৎ অঘোষ হ ধ্বনি হিসেবে উচ্চারণ করা হয় এবং লেখার সময় বিসর্গ (ঃ) লেখা হয়। প্রকৃতপক্ষে বিসর্গ র ও স এর সংক্ষিপ্ত রূপ। র, স এবং : ব্যঞ্জন বর্ণমালার অন্তর্গত। তাই বিসর্গ : সন্ধিকে ব্যঞ্জন সন্ধির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বিসর্গ সন্ধি দু-প্রকার :

১. র্-জাত বিসর্গ সন্ধি ২. স-জাত বিসর্গ সন্ধি

র - জাত বিসর্গ

র্ স্থানে যে বিসর্গ হয় তাকে র-জাত বিসর্গ বলে। যেমন- অন্তর → অন্তঃ, প্রাতর → প্রাতঃ, পুনর → পুনঃ

স-জাত বিসর্গ

স্ স্থানে যে বিসর্গ তয় তাকে স-জাত বিসর্গ বলে। যেমন- নমস→ নমঃ, পুরস→ পুরঃ, শিরস→ শিরঃ

বিসর্গ অর্থাৎ র্ ও স্-এর সাথে স্বরধ্বনি কিংবা ব্যঞ্জনধ্বনির যে সন্ধি হয় তাকে বিসর্গ সন্ধি বলে। বিসর্গ সন্ধি বিসর্গ ও স্বর এবং বিসর্গ ও ব্যঞ্জন - এ দুভাবে সাধিত হয়।

বিসর্গ সন্ধি : ১. বিসর্গ + স্বর; ২. বিসর্গ + ব্যঞ্জন

বিসর্গ ও স্বরের সন্ধি

১. অ-ধ্বনির পরে যদি বিসর্গ থাকে এবং পরে আবার অ-ধ্বনি থাকে তবে অ + র + অ - এ তিনে মিলে ও-কার হয়। যেমন- ততঃ + অধিক = ততোধিক; মনঃ + অভিলাষ = মনোভিলাষ।

কোন কোন ক্ষেত্রে ও-কারের পরে একটি 'হ' উচ্চারিত হয়। যেমন- মনঃ + অভিলাষ = মনোভিলাষ বা মনোহভিলাষ; ততঃ + অধিক = ততোধিক বা ততোহধিক।

বিসর্গ ও ব্যঞ্জনের সন্ধি

১. অ-কারের স-জাত বিসর্গ ও তারপর ঘোষ অল্পপ্রাণ ও ঘোষ মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন ধ্বনি, নাসিক্য ধ্বনি কিংবা অন্তস্থ য, অন্তস্থ ব, র, ল, হ থাকলে অ-কার ও স-জাত বিসর্গ মিলে ও-কার হয়। যেমন-

তিরঃ + ধান = তিরোধান

মনঃ + রমা = মনোরমা

মনঃ + যোগ = মনোযোগ

মনঃ + হর = মনোহর

তপঃ + বন = তপোবন

২. অ-কারের পর র্-জাত বিসর্গের পর উপরিউক্ত ধ্বনিসমূহের কোনটি থাকলে বিসর্গ স্থানে 'র' হয়। যেমন-

অন্তঃ + গত = অন্তর্গত

অন্তঃ + ধান = অন্তর্ধান

পুনঃ+ আয় = পুনরায়

পুনঃ + উক্ত = পুনরুক্ত

৩. অ, আ ছাড়াঅন্য স্বরের পর বিসর্গ থাকলে এবং তার সঙ্গে অ, আ বর্গীয় ঘোষ অল্পপ্রাণ ও ঘোষ মহাপ্রাণ নাসিক্য ধ্বনি কিংবা য, র, ল, হ এর সন্ধি হলে বিসর্গ স্থানে 'র' হয়। যেমন-

নিঃ + আকার = নিরাকার

আশীঃ + বাদ = আশীর্বাদ

দুঃ + যোগ = দুর্যোগ

ব্যতিক্রম

ই ও উ ধ্বনির পরের বিসর্গের সঙ্গে 'র' এর সন্ধি হলে বিসর্গের লোপ হয় এবং বিসর্গের পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয়। যেমন-

নিঃ + রব = নীরব

নিঃ + রস =নীরস

৪. বিসর্গের পর অঘোষ অল্পপ্রাণ কিংবা মহাপ্রাণ তালব্য ব্যঞ্জনের স্থানে তালব্য শিশ ধ্বনি হয়। অঘোষ অল্পপ্রাণ কিংবা অঘোষ মহাপাণ মূর্ধন্য ব্যঞ্জনের স্থলে মূর্ধন্য শিশ ধ্বনি হয়। অঘোষ অল্পপ্রাণ কিংবা অঘোষ মহাপ্রাণ দন্ত্য ব্যঞ্জনের স্থানে শিশ ধ্বনি হয়। যেমন-

ঃ + চ/ছ = শ

নিঃ + চয় = নিশ্চয়; শিঃ + ছেদ = শিরচ্ছেদ

ঃ + ট/ঠ = ষ

ধনুঃ + টঙ্কার = ধনুষ্টঙ্কার; নিঃ + ঠুর = নিষ্ঠুর

ঃ + ত/থ = স

দুঃ+ তর = দুস্তর; দুঃ + থ = দুস্থ

৫. বিশেষ ক্ষেত্রে সন্ধির নিয়ম নেই। যেমন-

প্রাতঃ + কাল = প্রাঃকাল

মনঃ + কষ্ট = মনঃকষ্ট

শির + পীড়া = শিরঃপীড়া

৬. যুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি স্ত, স্থ, কিংবা স্প পরে থাকলে পূর্ববর্তী বিসর্গ অবিকৃত থাকে অথবা লোপ পায়। যেমন-

নিঃ + স্তব্ধ = নিঃস্তব্ধ কিংবা নিস্তব্ধ

দুঃ + থ = দুঃস্থ কিংবা দুস্থ

নিঃ + স্পন্দ = নিঃস্পন্দ কিংবা নিস্পন্দ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১. বিসর্গ সন্ধি কত প্রকার?
   ক. এক প্রকার　　খ. চার প্রকার
   গ. অনেক প্রকার　　ঘ. দুই প্রকার

২. র এর স্থানে বিসর্গ হলে তাকে বলে-
   ক. স-জাত বিসর্গ　　খ. অ-জাত বিসর্গ
   গ. র-জাত বিসর্গ　　ঘ. ম-জাত বিসর্গ

৩. অ+ ঃ + অ মিলে কি হয়?
   ক. অ　　খ. আ
   গ. ও　　ঘ. ই

৪. সন্ধি করুন :

ক. ততঃ + অধিক		খ. মনঃ + রম	
গ. অন্তঃ + ধান		ঘ. পুনঃ + বার	
ঙ. দুঃ + যোগ		চ. নিঃ + লোভ	
ছ. মনঃ + কষ্ট		জ. নিঃ + স্তব্ধ	

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১. ঘ　　২. গ　　৩. গ

৪. ক. ততোধিক　　খ. মনোরম　　গ. অন্তর্ধান
   ঘ. পুনর্বার　　ঙ. দুর্যোগ　　চ. নির্লোভ
   ছ. মনঃকষ্ট　　জ.নিঃস্তব্ধ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. সন্ধি বলতে কি বুঝায়? বাংলা ভাষায় সন্ধির প্রয়োজনীয়তা কি? উদাহরণসহ লিখুন।

২. সন্ধি কত প্রকার ও কি কি? উদাহরণসহ লিখুন।

৩. খাঁটি বাংলা ও তৎসম সন্ধির পার্থক্য কি? উদাহরণসহ বুঝিয়ে লিখুন।

৪. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন :

বারেক, নিন্দুক, হিতাহিত, স্বেচ্ছা, সূর্যোদয়, ক্ষুধার্ত, মতৈক্য, অত্যধিক, অন্বেষণ, গায়ক, লবণ, দিগন্ত, পরিচ্ছদ, উচ্ছেদ, উদ্ধার, ষড়যন্ত্র, সঞ্চয়, সংযোগ, ষোড়শ, কিংবা, মনোযোগ, নিরাকার, নিষ্ঠুর।

৫. সন্ধি করুন :

মহ + ঔষধ; ইতি + আদি; পরি + ঈক্ষা; মরু + উদ্যান; সু + আগত; ভো + অন; সৎ + চিন্তা; উৎ + লেখ; উৎ + যোগ; শম +কা; রাজ + নী; ষষ + থ; বন + পতি; মনঃ + হর; অন্তঃ+ গত; মনঃ + কষ্ট।

পাঠটি পড়ে উত্তরগুলো নিজে নিজে লিখুন